গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
মতামত অনুবিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ এর মাসিক সভার কার্যবিবরণীঃ

সভার তারিখ	:	০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ
সময়	:	১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৭২৭ নং কক্ষ), আইন ও বিচার বিভাগ
সভাপতি	:	উম্মে কুলসুম যুগ্ম সচিব (মতামত) ও ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ কমিটি।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক সংযুক্ত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি জানান যে, আইন ও বিচার বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের খসড়া কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে APMAS সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ন্তভূক্ত নিম্নলিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

আলোচ্যসূচী ১: পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিদ্ধান্ত-১	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খসড়া ২০২০-২১ দপ্তর সংস্থা সমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	ওয়েবসাইটে আপলোড করার বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সিদ্ধান্ত-২	বিভিন্ন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	লিগ্যাল এইড এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত-৩	জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও দর্শনীয় স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।	মহাপরিদর্শক জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস সমূহ পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

আলোচ্যসূচী ২: বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সভাপতি বিচার কার্যে সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মকর্তা/কর্মচারী. পাবলিক প্রসিকিউটরগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান বিষয়ে জানান যে, ইতোমধ্যে প্রায় ৪৫০০ জন আইনজীবী, লিগ্যাল এইড প্যানেল আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটরদের ডিজিটাল কোর্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও জুম মিটিং ক্লাউড এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। তদুপরি সারা বাংলাদেশে অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে কোর্ট পরিচালনার জন্য ডিজিটাল নেটওয়ার্কভূক্ত আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয় ।

আলোচ্যসূচী ৩: বিচার প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রতিনিধি বেগম মাসুদা ইয়াসমিন (সহকারী পরিচালক) জানান যে, কভিড-১৯ পরিস্থিতি জনিত কারণে প্রি-ট্রায়াল মেডিয়েশন করার হার কমার সম্ভাবনা রয়েছে। তথাপি হট লাইন নাম্বারের মাধ্যমে আইনী সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস সমূহের সাথে অনলাইন জুম মিটিং ক্লাউডের মাধ্যমে অফিস সমূহের কার্যক্রম চলমান থাকার বিষয়ে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি জানান যে, অনলাইনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্ব-শরীরে জেলা লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচ্যসূচী ৪: ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ

সভাপতি মহোদয় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনায় ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শন করতঃ বিদ্যমান অনিয়ম চিহ্নিত করার উপর জোর তাগিদ দেন। নিবন্ধন অধিদপ্তর হতে আগত প্রতিনিধি আইআরও জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন জানান যে, বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইআরও এর মাধ্যমে জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শনের ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি জনিত কারণে রেগুলার পরিবীক্ষণ কর্মসূচী ব্যাহত হলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হলেও পরিদর্শনের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-১: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর সংস্থা সমূহ খসড়া প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২: বিভিন্ন জেলায় লিগ্যাল এইড কার্যক্রম অনলাইনে পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-৩: জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব রেজিস্ট্রি অফিস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

উম্মে কুলসুম
যুগ্ম সচিব (মতামত)
ও
ফোকাল পয়েন্ট
এপিএ কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।